অর্থবছরে ২২১৫ জনকর্মী বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেছে।

জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বিশেষ চেষ্টায় ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুধু মহিলা গার্মেন্টস কর্মী জর্ডানে প্রেরণ করছে। জর্ডানের গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে। কর্মী নির্বাচন ব্যতিত জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া ডিজিটাল তথা তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর। বোয়েসেল কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে থাকে তাই কোনোরূপ মধ্যস্বত্বভোগী বা এজেন্ট ব্যতিত এবং কোনো প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশে যেতে পারছে কর্মীরা। ৩০ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত জর্ডানে বিভিন্ন গার্মেন্টস-এ ৫১,৭৯৪ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। জর্ডানে কর্মরত কর্মীগণ মাসে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করে থাকেন। কর্মীদের আহার ও বাসস্থান কোম্পানি বহন করে থাকে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৭৪৯ জন কর্মী বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান গমন করেছে।

বাহরাইন, ওমান, কাতার ও মালদ্বীপে কর্মী প্রেরণ

বিদেশে পেশাজীবী, দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ কর্মী প্রেরণের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বোয়েসেল ২০১৪-১৮ সাল পর্যন্ত বাহরাইনে ৭৩৬ জন, ২০১৬-১৮ সাল পর্যন্ত ওমানে ১৯৭ জন, কাতারে ৭৩ জন এবং মালদ্বীপে ৫৬ জন কর্মী প্রেরণ করেছে।

নৈতিক ও নিরাপদ অভিবাসনের নিশ্চয়তা দেয় বোয়েসেল

‘আইন মেনে যাব বিদেশ
অর্থ এনে গড়বো স্বদেশ’

‘সঠিক কাজে সঠিক জন
নিরাপদ অভিবাসন’

বিদেশে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বোয়েসেলের
কোনো এজেন্ট, সাব এজেন্ট
দালাল বা প্রতিনিধি নেই

বোয়েসেল কারো কাছ থেকে
নগদ অর্থ গ্রহণ করে না

বিদেশ গমনে আগ্রহী গার্মেন্টস মহিলা কর্মীগণ ইন্টারভিউর জন্য বোয়েসেলের ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রতি শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে নির্বাচন কার্যক্রম আরম্ভ হয়

‘নৈতিক নিরাপদ ও উৎকর্ষময় অভিবাসন’

বোয়েসেলের মাধ্যমে স্বল্প ও বিনা ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ

অভিবাসীর অধিকার
মর্যদা ও ন্যায়বিচার

ISO 9001: 2015

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
(একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি)

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮, ৯৩৬১৫১৫
ই-মেইল: info@boesl.org.bd /mdboesl@gmail.com

ভূমিকা

সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশে চাকুরি করতে ইচ্ছুক নাগরিকদেরকে স্বল্প খরচে ও বিনা খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি জনশক্তি রপ্তানিকারক কোম্পানি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়:

১. আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বের সকল শ্রমিক আমদানিকারক দেশে অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করে যুক্তিসংগত অভিবাসন খরচে বা বিনা খরচে শ্রমিক প্রেরণ।

২. বিদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সঠিক কাজে সঠিক কর্মী নিয়োগ-এ সহায়তা করা।

৩. প্রকৃত ও দক্ষ কর্মী প্রেরণ করে বিশ্ব-শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা।

৪. বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা।

৫. বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের কার্যক্রমকে সেবাধর্মী কার্যক্রমে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদেশে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা ও নিয়োগ করা।

৬. বিভিন্ন শ্রমিক আমদানিকারক দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রেরণ করা।

৭. বিদেশে শ্রমিক প্রেরণে নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ করা।

রূপকল্প

নৈতিকতার সাথে, স্বল্প ব্যয়ে, নিরাপদ বৈদেশিক নিয়োগ।

অভিলক্ষ্য

১. নৈতিক অভিবাসন নিশ্চিত করা

২. নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা

৩. স্বল্পব্যয়ে অভিবাসন নিশ্চিত করা

৪. নিয়োগকর্তা ও কর্মীর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন

৫. অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

বিনা খরচে অভিবাসন

বোয়েসেল বিনা খরচে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্মীর ইন্টারভিউ হতে নিয়োগকর্তার দেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। অধিকন্তু বোয়েসেলের সার্ভিস চার্জ ও নিয়োগকারী কোম্পানি প্রদান করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইন্টারভিউতে আসার জন্য যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন, কর্মীর মেডিকেল ব্যয়, বিমান ভাড়া, ভিসা ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বহন করে। এ পদ্ধতিতে ইতোপূর্বে বোয়েসেলের মাধ্যমে কাতারে ১০৭ জন, দুবাই-এ ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, মোট ২০৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত কর্মীরা পেশাজীবী ও দক্ষ এবং তাঁরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে। এছাড়া ২০১৬ সাল হতে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে ১০,৭৩৮ জন মহিলা দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী জর্ডানে গমন করেছে। বোয়েসেল প্রতিষ্ঠার পর থেকে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, মালদ্বীপ, ওমান ও বাহরাইনসহ বিশ্বের ২৭টি দেশে মোট ৮৮,৩৬১ জন কর্মী প্রেরণ করেছে।

বোয়েসেলের কার্যক্রম

অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগতমানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোয়েসেল উল্লেখযোগ্য হারে দক্ষ মহিলাকর্মী বিদেশে প্রেরণ করছে। ২০১০ সালের পূর্বে বোয়েসেলের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক নারী বিদেশে কাজের জন্য গিয়েছে।

২০১০ থেকে ১১ সাল পর্যন্ত বোয়েসেল বিশেষ করে জর্ডানে ব্যপকহারে মহিলা দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করছে। ২০১০-১১ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, মালদ্বীপ, ওমান ও বাহরাইনসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫১,৫০০ জন কর্মী প্রেরণ করেছে। উক্ত কর্মীগণ প্রধানত: পোশাকশিল্পের অপারেটর, সুপারভাইজার, কোয়ালিটিচেকার, পার্সোনাল অফিসার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল নার্স, ডাক্তার, হাউজকিপার, গৃহকর্মী ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

চলমান বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম

দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস) এর মাধ্যমে ২০০৮ সাল হতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় বোয়েসেলের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা, কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া অনলাইন-এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটি বর্তমান সময়ে বোয়েসেলের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সাল থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৯,৮৩২ জন কর্মী চাকরি নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া গমন করেছে। চাকরির মেয়াদ ৪ বছর ১০ মাস, এরপরও স্পেশাল সিবিটি'র আওতায় যাওয়ার সুযোগ আছে। দক্ষিণ কোরিয়া গমনকারী কর্মীগণ মাসে ১.৫ লক্ষ হতে ২.৫ লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। বিগত ২০১৭-১৮